ভোরের কাগজ

তারিখ 13 JAN 20 3
পৃষ্ঠা ৯ কলাম

শরীয়তপুরে জালিয়াতি করে 'শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ' হওয়ার অভিযোগ

শরীয়তপুর সংবাদদাতা : জালিয়াতি ও প্রতারণা করে ভুল তথ্য প্রদানের মধ্যমে ভেদরগঞ্জ উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে শহীদ সিরাজ সিকদার কলেজের অধ্যক্ষ নূর মোহাম্মদের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের অংশ হিসেবে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান (কলেজ পর্যায়) বা শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ নির্বাচনে কয়েকটি যোগ্যতা দেখা হয়। নূর মোহাম্মদের বিরুদ্ধে মোট ১০০ নম্বরের প্রতিযোগিতায় সবগুলো যোগ্যতা প্রদর্শনেই জালিয়াতি, প্রতারণা ও মিথ্যা তথ্য প্রদানের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগে প্রকাশ, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে ১০ নম্বর রয়েছে। নূর মোহাম্মদের নিজের লেখা কোনো পাঠ্যপুস্তক না থাকলেও ছাত্র জীবনের একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত দুই পৃষ্ঠার একটি লেখাকে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে প্রদর্শন করে তিনি ৮ নম্বর অর্জন করেন। অন্যদিকে তার ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন বা ডিপি ইন এড ডিগ্রি রয়েছে। কিন্তু অধ্যক্ষ নূর মোহাম্মদ নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতায় বিবরণে সার্টিফিকেটের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন 'অনার্স' ডিগ্রি ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেওয়া ছকে ডিপি ইন এড ডিগ্রির জন্য কোনো নম্বার বরাদ্দ নেই। এ ছাড়া জালিয়াতি ও প্রতারণা করে শুধুমাত্র পিএইচডি বা বিএড বা এমএড-এর জন্য প্রযোজ্য অতিরিক্ত ২ নম্বার যোগ করিয়েছেন। প্রশাসনিক দক্ষতায় তিনি পেয়েছেন আরো ১০ নম্বর যা আর্থিক শৃঙ্খলাসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রাপ্তির কথা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কলেজ অধ্যক্ষ অভিযোগ করেছেন যে, নূর মোহাম্মদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ রয়েছে। মোট ৫৬ নম্বর পেয়ে ভেদরগঞ্জ উপজেলায় শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ নির্বাচিত নূর মোহাম্মদের বিরুদ্ধে তদবিরবাজির অভিযোগ করেন অন্য একজন অধ্যক্ষ। তার অভিযোগ, অধ্যক্ষ নূর মোহাম্মদকে এর আগে তার কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও ভেদরগঞ্জের সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রভাষক নিয়োগে দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা, আর্থিক অসততা, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছিলেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, বর্তমান কলেজে এ সমস্ত অনিয়মের কারণে তিনি এলাকাবাসীর হাতে প্রহৃতও হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে ইছামতি কলেজ, গালিমপুর এবং নবাবগঞ্জ কলেজ ঢাকা থেকেও অনিয়মের কারণে তিনি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন।